সংবাদ

তারিখ ... 28 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত ॥ শিক্ষকের অভাব

বিয়ানীবাজার (সিলেট) থেকে এনায়েত হোসেন সোহেল ঃ বিয়ানীবাজার উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় জড়িয়ে আছে। শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক অনেক কম। প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। অভিভাবকদের অসচেতনতা ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কারণে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের একটি অংশ বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে না।

এখানে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য দীর্ঘ দু' বছর ধরে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ৭ জনের স্থলে আছেন ৫ জন। এর মধ্যে আবার একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কয়েক বছর ধরে অফিস সহকারীর ২টি খালি। কর্মরত আছেন মাত্র ১ জন। ফলে কাজকর্মে দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে।

বিয়ানীবাজার উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১শ' ১৩। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকহীন বিদ্যালয় ২২টি। সহকারী শিক্ষকের পদ ৩শ' ৪৩টি। কর্মরত শিক্ষক ২শ' ৬১ জন। অর্থাৎ ৮২টি পদই শূন্য। এর মাঝে পাঠদানের জন্যে মাত্র ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি। যেমন পাতন-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘড়ুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলমলিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দেবারাই খয়রুননেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া সিংহভাগ বিদ্যালয় দুই শিক্ষক নির্ভর হয়ে আছে।

এক হিসাবে দেখা যায়, বর্তমান এখানে প্রতি ১শ' ১' জন শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১ জন। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়মে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন আর আমাদের দেশে প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্যে ১ জন শিক্ষক থাকার কথা; কিন্তু বাস্তবচিত্র এর ধারে-কাছেই নেই।

বিয়ানীবাজার উপজেলায় অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলোতে যোগাযোগ সমস্যার কারণে শিক্ষকগণ নিয়মিত উপস্থিত হতে পারেন না। থাকতে চান না জায়গির। প্রধানত নিজের বাড়ি থেকেই আসা-যাওয়া করে থাকেন।

এখানে কোন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলে যে পদশূন্যতা সৃষ্টি হয় তা আর সহজে পূরণ হয় না। তার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে ১৫/২০ হাজার টাকা খরচ করে অনেক শিক্ষক নিজের পছন্দের বিদ্যালয়ে চলে যাওয়াতে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বেশকিছু পদ খালি হয়ে গেছে।

শিশু জরিপ অনুযায়ী, বিয়ানীবাজার উপজেলায় ৬ হতে ১০ বছর বয়সী শিশু রয়েছে ৪২ হাজার ২শ' ২০ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ৭শ' ৪০ জন। এর মধ্যে বালক ১৭ হাজার ৭শ' ৮৫ জন ও বালিকা ১৭ হাজার ৯শ' ৫৫ জন। নানা কারণে ২০ দশমিক ৫১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রায় প্রতিবছরই বিদ্যালয়গুলো থেকে ঝরে পড়ছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রবাসী বহুল বলে এখানকার অনেকেই প্রেস্টিজ ইস্যুর কারণে এ পেশায় আসতে চান না। আবার যারা আগ্রহী তারা নিয়োগ পরীক্ষায় হতে পারেন না কৃতকার্য। পাসের হার বাড়িয়ে দিয়েও বছরে ২০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় না। বর্তমানে যারা এ পেশায় জড়িত তারাও কম বেতনের ও চাকরি ছেড়ে বেশি টাকা উপার্জনের লোভে পাড়ি জমান বিদেশে। এ বছর ৫ জন শিক্ষক ইংল্যান্ড চলে গেছেন।

বিয়ানীবাজার উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আমীন খন্দকারের নানা অনিয়মের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষকদের মাঝেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলছে। শিক্ষকদের কোন্দল প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।